নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ

যাত্রী সাধারনের নিরাপদে নৌপথ-চলাচল সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে কর্তৃপক্ষের দপ্তর আদেশ নং-৩০৮/২০০৮ তারিখ ১৩-৩-২০০৮ মোতাবেক নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের দপ্তর আদেশ নং-৫৮৪/২০০৮ তারিখ ১৫-৫-২০১২ এর মাধ্যমে নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। এ বিভাগের অধীনে প্রধান কার্যালয়ে নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা, বৈদেশিক পরিবহন শাখা, সার্ভে ও উন্নয়ন শাখা এবং প্রশাসন শাখা নামে ৪টি শাখা রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ৯টি (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, বরিশাল, চাঁদপুর, আরিচা, মাওয়া,ভোলা, আশুগঞ্জ ও নরসিংদী,) শাখা/দপ্তর রয়েছে এবং বন্দর বিভাগের সহায়তায় পটুয়াখালী, খুলনা ও নওয়াপাড়া, বাঘাবাড়ী ও চট্টগ্রাম শাখা/দপ্তরের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

নৌ-নিট্রা বিভাগের প্রধান কার্যাবলী ঃ

১। যাত্রীবাহী নৌযানের রুট পারমিট/ সময়সূচী অনুমোদন;
২। যাত্রী ও মালামাল নিরাপদে পরিবহনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর সমূহে আবহাওয়া সংকেত প্রদর্শণ;
৩। বিধি ভঙ্গের দায়ে যাত্রীবাহী লঞ্চ সমূহের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ;
৫। সারা বৎসর অশান্ত, মৌসুমী অশান্ত এবং শান্ত নৌপথে যাত্রীবাহী নৌযান চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা;
৬। কালবৈশাখী মৌসুমে নৌপম এর স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী কার্যাদি সম্পাদন;
৭। ঈদ প্যাসেঞ্জার ম্যানেজমেন্ট প্লান অনুযায়ী কার্যাদি সম্পাদন;
৮। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত অভ্যন্তরীণ নৌযান অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকলের আওতায় সকল কার্যাদি সম্পাদন;
৯। অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।
১০। টাইম এন্ড ফেয়ার টেবিল এপ্রুভাল রুলস, ১৯৭০ অনুসারে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নতুন বিধি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
১১। ইনল্যান্ড শিপিং অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসারে অভ্যন্তরীণ নৌ-নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নতুন বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
১২। বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা।
১৩। অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার সংঙ্গে অন্যান্য পরিবহন মাধ্যমের সমন্বয় সাধনের ফলে বহুমাতৃক পরিবহন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
১৪। দেশের সমুদ্র বন্দর হতে অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরসহ অন্যন্য স্থানে নৌ-পথে মালামালের সুষ্ঠ ট্রফিক ব্যবস্থা সৃষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করা।
১৫। নৌ-যানে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ভাড়া নির্ধারনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১৬। যাত্রী সাধারনের আরামদায়ক, নিরাপদ ও দ্রুত পরিবহনের ক্ষেত্রে যন্ত্র চালিত নৌ-যানের উন্নয়নের প্রোমশনাল ফাংশন জোরদার করা।
১৭। নৌ-পথে চলাচলকারী সকল শ্রেণীর যাত্রী সাধারনের ন্যুনতম সুবিধাদির উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রধান কার্যালয়ের শাখা ভিত্তিক কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

প্রশাসন শাখা ঃ

১। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২। বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন;
৩। কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের সংস্থাপনিক কার্যক্রম সম্পাদন করা;
৪। দাপ্তরিক নিয়ম শৃঙ্খলা যথাযথ তদারকি করা;
৫। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
৬। বিভাগীয় প্রধানগণের মাসিক সমন্বয় সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।

নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা ঃ

অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ-১৯৫৮ দ্বারা বিআইডব্লিউটিএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। অত্র শাখা হতে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যাত্রীবাহী নৌযানের সময়সূচী অনুমোদন ঃ

- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন (সময় ও ভাড়া সূচী অনুমোদন) বিধি-১৯৭০ এর বিধি বিধানের আলোকে অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার্থে যাত্রীবাহী নৌযানের অনুকূলে রুটপারমিট/ সময়সূচী অনুমোদন করাসহ এ সকল লঞ্চ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
- ইনল্যান্ড শিপিং অর্ডিন্যান্স-১৯৭৬ (২০০৫ সনে সংশোধিত) অনুযায়ী সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর সকল ধরনের নৌযানের অনুকূলে সার্ভে ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে।
- বর্তমানে সরাদেশে ৬৯৫ টি যাত্রীবাহী নৌযানের অনুকূলে রুটপারমিট/ সময়সূচী অনুমোদিত রয়েছে; যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ
  - (i) শাখা দপ্তর সমূহে হতে সময়সূচী প্রদান করা হয়-২৯৮টি নৌযানের।
  - (ii) ঢাকা দপ্তর হতে সময়সূচী প্রদান করা হয়-৩৯৭ টি নৌযানের।
  - (iii) উল্লেখিত নৌযান সমূহ ১৪২ টি দিবা এবং ৫৫ টি দিবারাত্রী নৌপথে চলাচল করে।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় দায়িত্ব পালন ঃ

- অত্র কর্তৃপক্ষের জারীকৃত ২০০৯ সালে স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী প্রতি বছর ১৫ ফেব্রুয়ারী হতে ৩০শে মে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মৌসুম অর্থাৎ কালবৈশাখী মৌসুম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- কালবৈশাখী মৌসুমে দুর্যোগ মোকাবেলার নিমিত্তে পরিচালক, নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ-কে আহবায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি এবং স্থানীয় শাখা অফিসের বন্দর ও পরিবহন বিভাগের কর্মকর্তাকে আহবায়ক করে স্থায়ী বন্দর সমন্বয় কমিটি রয়েছে।
- কালবৈশাখী মৌসুমে দুর্যোগ মোকাবেলার নিমিত্তে প্রতিবছর ১লা মার্চ হতে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত ঢাকা দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তগণ দ্বারা ঢাকা নদী বন্দর(সদরঘাট) হতে চলাচলকারী লঞ্চ সমূহের মনিটরিং কার্যক্রম চলানো হয়।

নৌপথের শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী নৌযান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা ঃ

নৌপম/টিএ/সেঃ-৮/এম-৭/৯৯-২০০৭ তারিখ ১৮-০৭-১৯৯৯ দ্বারা জারীকৃত আদেশ অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌপথে বিভিন্ন মৌসুমে নৌযান চলাচলের নিরাপত্তা বিবেচনায় নৌপথকে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগ করা হয়েছে ঃ

- সারা বৎসর শান্ত নৌপথ ঃ এ শ্রেণীর নৌপথে সারা বছর নৌযান চলাচল করতে পারে;
- মৌসুমী অশান্ত নৌপথ ঃ এ শ্রেণীর নৌপথ বছরের ১৫ মার্চ হতে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সাধারণ ফিটনেসধারী নৌযান চলাচল করতে পারে না;
- সারা বৎসর অশান্ত নৌপথ ঃ এ শ্রেণীর নৌপথ সারা বছরই অশান্ত বিধায় এ নৌপথে যাত্রীবাহী নৌযান চলতে পারে না। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপর্যুক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী যাত্রীবাহী নৌযানের অনুকূলে সময়সূচী প্রদানের ক্ষেত্রে নৌপথের উক্ত শ্রেণী বিন্যাস বিবেচনায় আনা হয় এবং এ সকল শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী নৌযান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ঈদ প্যাসেঞ্জার ম্যানেজমেন্ট প্লান অনুযায়ী দায়িত্ব পালন ঃ

- সরকার কর্তৃক ২০০৫ সালে জারীকৃত স্থায়ী ঈদ প্যাসেঞ্জার ম্যানেজমেন্ট প্লান এর মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক বৎসর ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আহযা উপলক্ষে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি নদী বন্দরে আনসার সদস্য নিয়োজিত করা হয়। পাশাপাশি যাত্রীদেরকে নিরাপদে লঞ্চে আরোহন ও অবরোহনে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেকটি নদী বন্দরে রোভার স্কাউটস, গার্লস গাইড ও বিএনসিসি এর সদস্যদের নিয়োজিত করা হয়।

যাত্রী ও মালামাল নিরাপদ পরিবহনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর সমূহে আবহাওয়া সংকেত প্রদর্শণঃ

- যাত্রী ও মালামাল নিরাপদে পরিবহনের লক্ষ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন নদী বন্দরে আবহাওয়া সংকেত প্রদর্শণ করা হয়।

- অভ্যন্তরীণ নৌপথের ক্ষেত্রে বর্তমানে ৪টি আবহাওয়া সংকেত রয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর সমূহে আবহাওয়া সংকেত প্রদর্শণ করা হয়। আবহাওয়া সংকেত অনুযায়ী নৌযান চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বিধি ভঙ্গের দায়ে যাত্রীবাহী লঞ্চ সমূহের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

- ইনল্যান্ড শিপিং অর্ডিন্যান্স-১৯৭৬ এর ৮১ ধারা অনুসরণে বিআইডব্লিউটিএ'র নৌ-নিট্রা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের ৪৭ জন কর্মকর্তাগণ-কে যাত্রীবাহী লঞ্চের বিরুদ্ধে মেরিন কোর্টে মামলা দায়ের করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

বৈদেশিক পরিবহন শাখা ঃ

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ও ভারত সরকার উভয় দেশের মধ্যে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য ও ভারত হতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের জন্য Protocol on Inland Water Transit & Trade স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর বর্ণিত প্রটোকলের আদলে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির অনুসরনে বাংলাদেশ–ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকলটি ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বর স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭২ সাল হতে আলোচ্য প্রটোকলটি দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক ও নবায়নের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কার্যকর আছে। তৎকালীন East Pakistan Inland Water Transport Authority কর্তৃক ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত Annual Port & Traffic Report-এ ট্রানজিট পণ্য পরিবহনের উল্লেখ রয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে প্রকাশিত Annual Port & Traffic Report-এ দেখা যায় যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর হতে পাক-ভারত যুদ্ধের কারনে বর্ণিত প্রটোকলের আওতায় পণ্য পরিবহন স্থগিত হয়ে যায়। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে Bangladesh Inland Water Transtport Authority (BIWTA) এবং ভারত সরকারের পক্ষে Inland Waterways Authority of India (IWAI) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পালন করে।

প্রটোকলের মৌলিক বৈশিষ্ট্যঃ

ক) আন্তঃদেশীয় (INTER-COUNTRY) ঃ আন্তঃদেশীয় (INTER-COUNTRY) বলতে বাংলাদেশী নৌ-যানের ভারতের নির্দিষ্ট স্থানে এবং ভারতীয় নৌ-যানের বাংলাদেশের নির্দিষ্ট স্থানে মালামাল বোঝাই/ খালাসের লক্ষ্যে চলাচলকে বুঝায়।

খ) অতিক্রমন (TRANSIT) ঃ অতিক্রমণ বা TRANSIT বলতে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতীয় নৌ-যান দ্বারা ভারতের এক স্থান হতে ভারতের অন্য স্থানে চলাচলকে বুঝায়।

গ) ট্রান্সশিপমেন্ট (TRANSSHIPMENT) ঃ নৌ-যান দ্বারা পরিবাহিত পন্য ভারতের এক স্থান হতে বাংলাদেশে নির্দিষ্ট নৌ-বন্দরের মাধ্যমে নৌযান থেকে কার্ভাড ভ্যান/ট্রাক/ট্রেইলর যোগে সড়ক পথে অর্থাৎ Bi-modal পদ্ধতিতে ভারতীয় সীমান্ত পর্যন্ত চলাচলকে বুঝায়।

প্রটোকলের আওতায় রুটসমূহ ঃ

* কোলকাতা-হলদিয়া-রায়মঙ্গল-চালনা-খুলনা-মংলা-কাউখালী-বরিশাল-হিজলা-চাঁদপুর-নারায়নগঞ্জ-আরিচা - সিরাজগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ-চিলমারী-ধূবড়ী-পান্ডু-শিলঘাট।
* কোলকাতা-হলদিয়া-রায়মঙ্গল-চালনা-খুলনা-মংলা-কাউখালী-বরিশাল-হিজলা-চাঁদপুর-নারায়নগঞ্জ-ভৈরব বাজার - আশুগঞ্জ -আজমেরীগঞ্জ-মারকুলী-শেরপুর-ফেঞ্চুগঞ্জ-জকিগঞ্জ-করিমগঞ্জ।
* কোলকাতা-হলদিয়া-রায়মঙ্গল-চালনা-খুলনা-মংলা-কাউখালী-বরিশাল-হিজলা-চাঁদপুর-নারায়নগঞ্জ-ভৈরববাজার-আশুগঞ্জ-আখাউড়া (সড়কপথে) আগরতলা (সড়কপথে)।
* রাজশাহী - গোদাগাড়ী - ধুলিয়ান ।

পোর্টস অব কল (Ports of call)ঃ

বন্দরের যে নির্দিষ্ট স্থানে পণ্য বোঝাই/খালাস করা হয় তাকে 'পোর্টস অব কল' বলে। দুই দেশে সমান সংখ্যক মোট ১০টি 'পোর্টস অব কল' রয়েছে। বাংলাদেশ: নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, মংলা, সিরাজগঞ্জ ও আশুগঞ্জ এবং ভারত:কোলকাতা, হলদিয়া, করিমগঞ্জ, পান্ডু এবং শিলঘাট।

উল্লেখ্য ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে PIWTT-র আওতায় ১৯,৩১,৫৭৬ মে. টন আন্তঃদেশীয় (Inter Country) পণ্য এবং ২,৩৭৩ মে.টন অতিক্রমণীয় (Transit) পণ্য পরিবাহিত হয়েছে যাতে বাংলাদেশী মোট ২৩৩২ টি নৌ-যান এবং ভারতীয় মোট ৩১ টি নৌ-যান অংশ গ্রহণ করেছে। এ পরিবহন কার্যক্রমে বাংলাদেশের প্রায় ৩০০টি নৌ-যান যুক্ত আছে।

এখানে আরও উল্লেখ্য যৌথ ইশতেহারের সিদ্ধান্তযায়ী ভারতের ত্রিপুরায় ৩৫,০০০ মে. টন খাদ্যশস্য প্রেরণের সমঝোতার কারণে ২০,০০০ মে. টন খাদ্যশস্য ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। ১০,০০০ মে.টন খাদ্যশস্যের ভয়েজ অনুমতি দেয়া হয়েছে।

প্রটোকলের মেয়াদ ঃ

বর্তমানে প্রটোকলের মেয়াদ ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ০৬ জুন ২০১৫ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশও ভারতের প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বিদ্যমান প্রটোকলের মেয়াদ ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিতকরণে ঐক্যমত হয়। এছাড়াও প্রটোকলের আর্টিকেল-২৬ অনুসরণে PIWTT-র কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার জন্য এবং বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে পরিবহন উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত Standing Committee প্রতি ছয় মাস অন্তর বৈঠক করে থাকে। উক্ত বৈঠকের সুপারিশসমূহ নিজ নিজ সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। তদানুযায়ী আগামী ২১-২৩ তারিখে Standing Committee এর ১৮তম সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে PIWTT-র আওতায় ১৯১২৫২৬ মে.টন আন্তঃদেশীয় (Inter Country) পণ্য এবং মে. ৩৬৯২৮ টন অতিক্রমণীয় (Transit) পণ্য পরিবাহিত হয়েছে।

আশুগঞ্জ ট্রান্সশিপমেন্ট পয়েন্টঃ

আশুগঞ্জ বন্দরে কন্টেইনার টার্মিনাল নিমার্ণ বিষয়টি সরকারের উচ্চ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে আশুগঞ্জ ট্রান্সশীপমেন্ট পয়েন্টে একটি আর সি সি জেটি, ওয়ার হাউজ, সীমানা প্রাচীর, আরসিটি জেটি, গোডাউনসহ পার্কিং ইয়ার্ড নিমার্ণ করা হয়েছে। উক্ত পয়েন্ট দিয়ে ১৬জুন ২০১৬ হতে বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌপথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকলের (PIWTT) আওতায় ট্রান্সশীপমেন্ট কার্যক্রম খুব শীঘ্রই নিয়মিতভাবে আরম্ভ হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর হতে কন্টেইনার আসা-যাওয়ার সুবিধা সৃষ্টি, অন্যান্য কার্গো পরিবহনের জন্য মাল্টি পারপাস জেটিসহ ট্রানজিট সেড নির্মাণ ও নদী পথের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক ব্যবসা বাণিজ্যকে সমৃদ্ধশালী ও প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে এবং PIWTT-র আওতায় ঘোষিত ট্রান্সশীপমেন্ট পয়েন্ট চালুকরণের লক্ষ্যে বিআইডব্লিআইটিএ কর্তৃক "আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ-বন্দর স্থাপন" নামক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে যা ভারতীয় আর্থিক অনুদানের অপেক্ষায় রয়েছে।

জরিপ ও উন্নয়ন শাখা ঃ

১। দেশের অভ্যন্তরে বর্ষা মৌসুমে প্রায় ৬,০০০ এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রায় ৩,৮২৪ কিঃমিঃ নৌপথ রয়েছে। এই সকল নৌপথে বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রণাধীন ২৫টি নদী বন্দর ও ৩৮০টি ঘাট/পয়েন্ট ও ল্যান্ডিং স্টেশনের মাধ্যমে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামালের তথ্যাদি সংগ্রহের নিমিত্ত এ শাখার ও-ডি (Origin & Destintion) সার্ভে কাজ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। যার ভিত্তিতে নৌ-সেক্টরে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২। কর্তৃপক্ষের রাজস্ব বৃদ্ধি তথা অভ্যন্তরীণ নৌপথে নিরাপদ/সুষ্ঠু নৌ-চলাচল, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের লক্ষ্যে নতুন নতুন বন্দর স্থাপনের জন্য সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রারম্ভিক কার্যাবলী এ শাখার মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে ঃ

(ক) প্রস্তাবিত নদী বন্দর এর গুরুত্ব নিরুপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নৌপথে পরিবাহিত যাত্রী ও মালামালের তথ্যাদি নির্ণয়কল্পে প্রয়োজনীয় জরিপ কাজ সম্পাদন করা;

(খ) জরিপোত্তর সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি গঠনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবনা দেয়া;

(গ) কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নৌ-বন্দর ঘোষনা/প্রতিষ্ঠার জন্য গেজেট নোটিফিকেশন জারির নিমিত্তে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনা দেয়া।

৩। নতুন নতুন ঘাট/পয়েন্ট ও ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপনসহ এবং এর উন্নয়নকল্পে প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য এ শাখা হতে প্রস্তাবনা দেয়া;

৪। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তাব প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

৫। নৌপথে সময় সময় ট্রাফিক সার্ভে পরিচালনা করা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের আরামদায়ক ভ্রমনের জন্য অতিরিক্ত সার্ভিস প্রদানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট স্টেশনকে সময়সূচীতে অন্তর্ভূক্তির জন্য সুপারিশ প্রদান;

৬। নৌ-সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কোন মতামত চাওয়া হলে এ শাখা হতে মতামত প্রদান করা;

৭। নৌপথে নিরাপদ ও সুষ্ঠু নৌ-চলাচলের লক্ষ্যে পণ্যবাহী নৌযানের ধারণ ক্ষমতার প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা;